প্রশ্নফাঁস করে কোটিপতি পিএসসির গাড়িচালক

সৈয়দ রিফাত
০৯ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

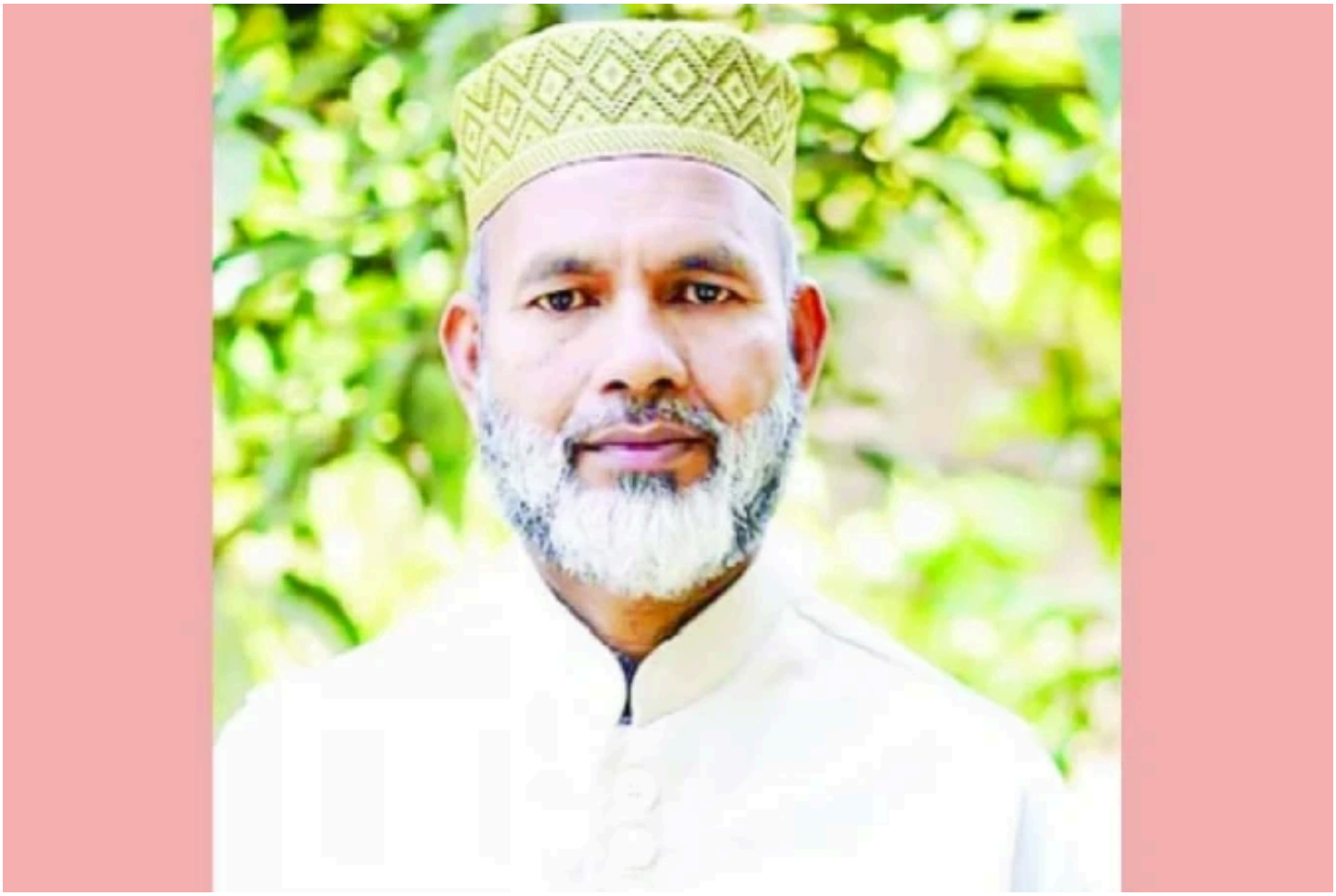

মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার সৈয়দ আবেদ আলী ছিলেন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (বিপিএসসি) গাড়িচালক। বছর দশেক আগেও নুন আনতে পান্তা ফুরাতো আবেদ আলীর পরিবারে। আলাদিনের চেরাগ পেয়ে হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যান। এক দশকের ব্যবধানে গ্রামে ডুপ্লেক্স বাড়ি করেন। চলাচল করেন বিলাসবহুল গাড়িতে। উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে দুই হাতে টাকা ছিটান। তার সেই আলাদিনের চেরাগের নাম পিএসসির প্রশ্নপত্র। পরীক্ষার আগেই তা ফাঁস করে তিনিসহ চক্রের সদস্যরা শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নেন। অবশেষে আবেদ আলীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের খবরের সূত্রে গতকাল সোমবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার বাসিন্দা আবেদ আলী পেশায় একজন গাড়িচালক হলেও তার কোটি কোটি টাকার সম্পদের তথ্য সামনে আসছে। ঢাকার ভেতর তার

দুটি বহুতল ভবন, মাদারীপুরে আলিশান বাড়ি-গাড়ি রয়েছে। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, আবেদ আলী গ্রামের বাড়িতে প্রায় দুই বিঘা জমির ওপর ডুপ্লেক্স বাড়ি নির্মাণ করেন। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বালিগ্রাম ইউনিয়নের দুটি মৌজায় ২৮ ও ৫৯ শতাংশ জমি ক্রয় করেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিওতে সম্পদের এমন তথ্য নিজেও জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, তার ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়ামও বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন, চড়েন অভিজাত গাড়িতে ।

আবেদ আলীর বর্তমান বাসস্থান রাজধানীর শেওড়াপাড়ায়। এই এলাকায় বসবাস করা তার একজন ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে গতকাল কথা হয় আমাদের সময়ের। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে তিনি জানান, আবেদ আলীর সঙ্গে তার পরিচয় প্রায় ২৫ বছর আগে। ওই সময় পিএসসির গাড়িচালক ছিলেন আবেদ আলী। অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল মধ্যম। তবে গত কয়েক বছরে হঠাৎ ফুলেফেঁপে উঠেছে তার সম্পদ। তার এমন উত্থানে হতবাক সবাই।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সৈয়দ আবেদ আলী মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার বালিগ্রাম ইউনিয়নের কৃষক পরিবারের সন্তান। কর্মজীবনের শুরুতে গ্রামে ছোট ব্যবসা করলেও পরে চাকরি মেলে পিএসসির গাড়িচালক পদে। এর পরই যেন আলাদিনের চেরাগ হাতে পান তিনি। তবে নানা অনিয়মের অভিযোগে পিএসসি থেকে চাকরি হারান তিনি। পিএসসির একটি সূত্রও জানিয়েছে, প্রায় ১০ বছর আগে তাকে চাকরি থেকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করা হয়।

সম্প্রতি ডাসার উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন সৈয়দ আবেদ আলী। সেজন্য স্থানীয় নানা সামাজিক কর্মকা- অংশ নেন তিনি। তবে স্থানীয়রা বলছেন, আবেদ আলীকে স্থানীয় তেমন কেউ চিনতেন না। এক প্রকার হঠাৎ করেই উত্থান হয় তার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডাসার উপজেলা আওয়ামী লীগের এক নেতা আমাদের সময়কে বলেন, ছয় মাস আগেও এলাকায় তাদেরকে দেখা যায়নি। হঠাৎ করে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন- ঘোষণা দিয়ে টাকা-পয়সা ছড়াচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন ঢাকায় ব্যবসা করেন। তবে এক দিন আগে জানলাম তিনি নাকি ড্রাইভার ছিলেন।

এর আগে গত ১৮ মে নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে এক পোস্টে সৈয়দ আবেদ আলীর নিজের একটি হোটেলের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, ‘আমাদের নতুন হোটেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলাম আজ। হোটেল সান মেরিনা, কুয়াকাটা।’ নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে বেশ কয়েকটি ব্যানারের ছবি দিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে একটিতে নিজেকে রাজধানীর একটি ভবন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান দাবি করেন সৈয়দ আবেদ আলী।

তবে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটির নথিপত্র থেকে জানা গেছে, ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবেদ আলীর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির মালিক আক্তার হোসেন আমাদের সময়কে বলেন, ‘পাঁচ-ছয় বছর আগে উনি (আবেদ আলী) একবার আমার সঙ্গে ব্যবসা করবেন বলে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তবে আলোচনা কিছুদূর এগোনোর পর আর যোগাযোগ করেননি। তার সঙ্গে আমার কোম্পানির কোনো ব্যবসায়িক যোগাযোগ নেই। এখন লোকমুখে শুনছি তিনি নিজেকে এই কোম্পানির চেয়ারম্যান দাবি করেন।’

অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচিত হচ্ছেন আবেদ আলীর ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়ামও। তিনি ডাসার উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি। মানুষকে সাহায্য করে সেই ভিডিও প্রচার করে থাকেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

বিদেশে পড়াশোনা করেছেন বলে দাবি করেন। এরপর দেশের একটি ব্যয়বহুল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েন। তার ফেসবুকে দুটি গাড়ির ছবি পোস্ট করেছেন, যার বাজারমূল্য প্রায় ৭০ ও ৪০ লাখ টাকা।

পিএসসির উপপরিচালকসহ গ্রেপ্তার ১৭

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) পরীক্ষার ৩০টি নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) উপপরিচালকসহ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এদের মধ্যে পিএসসির চেয়ারম্যানের সাবেক গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলী ও তার ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়ামও রয়েছেন। গতকাল সিআইডি এসব তথ্য জানিয়েছে।

গ্রেপ্তাররা হলেন- পিএসসির উপপরিচালক আবু জাফর, জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী পরিচালক আলমগীর কবির, অডিটর প্রিয়নাথ রায়, নোমান সিদ্দিকী, সৈয়দ আবেদ আলী, খলিলুর রহমান, সাজেদুল ইসলাম, আবু সোলায়মান মো. সোহেল, মো. জাহিদুল ইসলাম, শাহাদাত হোসেন, মো. মামুনুর রশীদ, মো. নিয়ামুন হাসান, সাখাওয়াত হোসেন, সায়েম হোসেন, লিটন সরকার ও সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়াম।

সিআইডি কর্মকর্তারা জানান, পিএসসির কোনো নিয়োগ পরীক্ষা এলেই প্রশ্নফাঁস করে অর্থ লোপাটে মেতে উঠতো সংঘবদ্ধ চক্রটি। প্রশ্নফাঁসকারী চক্রটি গত ৫ জুলাই অনুষ্ঠিত রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলীর নিয়োগ পরীক্ষাকে বেছে নেয়।

চক্রটির প্রধান বিপিএসসির অফিস সহায়ক সাজেদুল ইসলাম পুলিশকে জানিয়েছেন, উপপরিচালক আবু জাফরের মাধ্যমে দুই কোটি টাকার বিনিময়ে অনুষ্ঠিত রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস করা হয়। তিনি বড় কর্মকর্তাদের ট্রাঙ্ক থেকে পরীক্ষার আগের দিন আমাকে প্রশ্ন সরবরাহ করেন। আমি এটাও জানি ৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস করা হয়।